দৈনিক সংগ্রাম
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
024
তারিখ ... 21 FEB 1987 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 7 ...

আমাদের শিক্ষায় ইংরাজী

সৈয়দ আলী কবীর

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এককালে সূর্য ডুবতো না। এখন সে রামও নেই, সে দিন নেই। কিন্তু তারা তাদের পুরাতন সাম্রাজ্যে ইংরাজী ভাষার একটা শক্তিশালী উপাসকের দল রেখে গিয়েছে। তারা বলে যত ইচ্ছা মাতৃভাষার পূজা বা চর্চা করো না কেন, ইংরাজীকে ত্যাগ করো না। তাহলে পাশ্চাত্য শিক্ষার দিক দিয়ে দেশ পিছিয়ে পড়বে। আবার আমাদের অন্ধকার যুগে ফিরে যেতে হবে। সেই ট্র্যাজেডি এড়ানোর জন্য ইংরাজী ভাষাকে আমাদের শিক্ষায় বড় রকমের আসন দিতে হবে। এই উপাসকের দল ইংরাজী ভাষার কোন দুর্গে আঘাত পড়লে ঘাবড়ে যান।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরাজীর কতটুকু প্রয়োজন আছে বা নেই, তা দেখা যাক। ভারত বা পাকিস্তানের মতন বহু ভাষাভাষী জাতি থেকে আমাদের পার্থক্য আছে। আমাদের একটাই মাতৃভাষা। খোদ ইংরেজ যেমন একটা ভাষা দিয়ে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে, আমাদের পক্ষেও তা সম্ভব, যদি না অন্য কোন অসুবিধা থাকে। ইংরাজী ভাষার পূজারিগণ বলবেন, আর কথা নয়। ওই ভাষার মাধ্যমে একটা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সম্ভব। বাংলার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। অতএব ওই পথ মাড়িও না। বাঙ্গালী মুসলমানরা দেরী করে ইংরাজী গ্রহণ করে কড়া রকমের দণ্ড দিয়েছে। আর নয়। বরঞ্চ ইংরাজীকে শিক্ষা থেকে হটিয়ে দিয়ে যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ইংরাজী ভাষা না হলে চলবে না, এই কথা বলে একটা কুয়াশার সৃষ্টি করা হয়। আধুনিক শিক্ষা ছাড়া এগুতে পারবো না, তা আমরা মর্মে মর্মে জানি। কিন্তু তার সঙ্গে কি ইংরাজী ভাষার গাঁটছড়া বেঁধে রাখতেই হবে? এটাই মূল প্রশ্ন। ব্রিটিশ শাসনকালে আমাদের দেশে ইংরাজী এসেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার বাহন হয়ে। তখন দু' কারণে ইংরাজী শেখা প্রয়োজন ছিল। ওইটা ছিল মাখন-রুটি পাওয়ার প্রশস্ত পথ। তার ওপর তখন বাংলা ভাষার পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বহন করার ক্ষমতা ছিল না। ফলে যারা ইংরাজী শেখেনি তাদের বঞ্চিত হতে হয়েছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা কথা না মেনে উপায় নেই। একটা বিদেশী ভাষার পক্ষে কোন দেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। ফলে দেশ ভাগ হয়ে গেল। যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পেল, তারা ওপরতলায় উঠে গেল। ব্রিটিশ শাসন দেশকে নিংড়ে শেষ করে ফেলেছে। আর দেশের শীর্ণ দেহের ওপর পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে তার একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্রাংশ জাঁকিয়ে বসলো। কিন্তু শিক্ষাটা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আসার ফলে সমস্ত দেশকে তা রসে সিক্ত করতে পারলো না। আমাদের টোল মাদ্রাসা এককালে গণ-শিক্ষার মাধ্যম ছিল। তারা নেতিয়ে পড়লো। পাশ্চাত্য জগতে চার্চ আধুনিক শিক্ষার মাধ্যম হয়েছে। আমাদের টোল মাদ্রাসা হতে পারলো না। এখন আর তার প্রয়োজন নেই। তবে এক সময়ে ছিল। কারণ এমন সময় ছিল যখন টোল মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারের একমাত্র অঙ্গন ছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল বাংলা ভাষার ওপর পড়তে দেরী হয়নি। বেশ তাড়াতাড়ি বাংলায় একটা স্বচ্ছন্দ গদ্য গড়ে উঠলো। কিন্তু দেশের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেল না। ১৯৪০ সালের পূর্বে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষাও দেয়া যেতো না। মাতৃভাষাকে শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে রাখলে কি কুফল হয় তা রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত জোরগলায় বলেছিলেন। যাঁরা প্রমাণ চান তাঁদের মুহম্মদ হবিবুর রহমানের ''মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ'' পড়তে অনুরোধ করি। প্রকাশক বাংলা একাডেমী। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষার সপক্ষে মতামত তৎকালে হালে পানি পায়নি।

আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। তাই স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষার সপক্ষে রব উঠেছে। শিক্ষার প্রায় সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহার হচ্ছে। ব্যতিক্রম ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতন টেকনিকল বিষয়। বাধা অতিক্রম করার মত উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করিনি। হয়তো তার কারণ যে, ওই সব বিষয় যারা পড়ে তারা ভালো ছাত্র, তাই তাদের ইংরাজী অপেক্ষাকৃত ভালো। উপরন্তু ডাক্তার বা ইনজিনিয়ার হবার জন্য ভাষায় বড় রকমের দখল প্রয়োজন হয় না। ডাক্তারী ও ইনজিনিয়ারিং-এর বিদ্যাপীঠ একটা বিষয়ে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। তারা কেবল বিজ্ঞানের নম্বরের মান রেখে ছাত্রদের ভর্তির যোগ্যতা বিচার করেন।

কিন্তু বাংলাদেশের ভাগ্যবান মানুষ ইংরাজীর জন্য সোচ্চার হয়ে দেশের শোষণযন্ত্রকে শক্ত রাখতে চাইছে। অধিকাংশ মানুষের জন্য ইংরাজী শেখা আগেও যেমন সম্ভব হয়নি, আজও হবে না ও ভবিষ্যতেও হবে না। ফলে ইংরাজীকে আমাদের শিক্ষায় প্রয়োজনাতিরিক্ত মূল্য দিলে সাধারণ মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। অফিস আদালতে তৈরী হবে ইংরাজী শিক্ষিত' অফিসার ও বাংলা জানা করণিক। আজকাল যে অধিকাংশ অফিসার খুব বেশী একটা ইংরাজী জানেন, তা নয়, কিন্তু তার পেশার কতকগুলো ধরাবাঁধা গৎ আছে। সেগুলো শিখে নেন। ওই গতের বাইরে কিছু তৈরীর করার মত ক্ষমতা নেই। যে দু'চারজনের আছে, তারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করে। বাকিদের লাগে নিষ্প্রভ।

ভালো চাকরির সুযোগ সুবিধা এখনও ইংরাজীর স্থানকে দৃঢ় রেখেছে। সরকারী কাজকর্মের ভাষা বাংলা। তবে ইংরাজীর আসন মজবুত। আধা-সরকারী অফিসে ইংরাজীর স্থান আরও শক্ত। আধুনিক বেসরকারী অফিসে তাদের স্থান আরো দৃঢ়। বহুজাতিক কোম্পানীর তো কথাই নেই। এ তো গেল দেশের কথা। কিন্তু আজকাল বিদেশেও উচ্চ শিক্ষিত মানুষের জন্য ভালো চাকরির বাজার সৃষ্টি হয়েছে। সেই চাকরিতে যাবার মতো শিক্ষা অর্জনের পাসপোর্ট মূলতঃ ইংরাজী। সারাদেশকে অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নিমজ্জিত রেখে গুটিকয়েক মানুষকে উজ্জ্বল জীবন উপহার দেবার জন্য ইংরাজীকে আঁকড়ে থাকতে হবে। এটাই দুঃখের কথা।

বাংলাকে সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসে কাজের একমাত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়া অবধি তা শিক্ষাঙ্গনে তার মর্যাদা পাবে না। সেইসঙ্গে আর একটা সিদ্ধান্তর প্রয়োজন। আমাদের দেশের কোন সরকারী বা আধা-সরকারী অফিস বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় দেশে কর্মরত কোন অফিসের কাছ থেকে চিঠিপত্র গ্রহণ করবে না। ব্যতিক্রম হবে বিদেশী দূতাবাস ও সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান। এমন একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ব্যতীত বাংলাকে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

আমাদের দেশে অনেক ছাত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল হয় না বা তার শিক্ষার মান অনুযায়ী স্বীকৃতি পায় না। কারণ তারা ইংরাজী পাস করে না বা ইংরাজীতে যথেষ্ট নম্বর পায় না। বোধহয় শতকরা দশ-পনেরো ভাগ ছাত্র ওই কারণে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না বা নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী ফলাফল পায় না। ইংরাজী জানার ব্যর্থতার জন্য সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারে না বা ভালো চাকরিতে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায় না। ইংরাজী ভালো মত না জানলে, তার চাকরির অগ্রগতির পথে দুস্তর বাধা। জানিনা যাদের ভাষা ইংরাজী নয়, এমন কোন্ দেশে এত বড় দণ্ড দেয়া হয়।

ভাষার ব্যাপারে আমরা সাংঘাতিক দোটানায় ভুগছি। আমরা চাই বাংলা এগিয়ে যাক্। কিন্তু আমাদের দ্বিধাগ্রস্ত মন অগ্রগতির বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা বাংলা চাই; কিন্তু ইংরাজী নামক কমলিকে ছাড়তে চাই না। কোথায় যেন ভয় যে, তাহলে বোধহয় আমরা বর্তমান জগতের অগ্রগতির ফলাফল পাবো না। অন্যদের কাছে হেরে যাবো। আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না যে, বাংলাকে শিক্ষাঙ্গনে ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে আমাদের আসল হার হবে। এটা কোন আবেগপ্রসূত কথা না। কথাটা বাস্তব সত্য।

ভাষায় কেউ সব্যসাচী হলে বলবার কিছুই নেই। কিন্তু যারা মূলতঃ মাতৃভাষা রপ্ত করতে চায়, এক হাতে অসি চালনা করতে চায় তাদের বিপদে ফেলে গোটা দেশকে সব্যসাচী বানানোর চেষ্টা মূঢ়তা। সব দেশেই এমন মানুষ প্রয়োজন আছে যারা একাধিক ভাষা জানে। তাদের মাধ্যমে এক ভাষার সম্পদ আর এক ভাষায় অনূদিত হয়। উপরন্তু আমাদের ইংরাজীর কিছু জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন আছে বিদেশী বই পড়বার জন্য। বিদেশে অ-ইংরাজী ভাষী প্রাচ্য দেশে মোটামুটি ওইটুকু ইংরাজী জানা প্রয়োজন হয়। জাপানীরা স্কুলে ইংরাজী পড়ে ইংরাজী বই পড়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য। কিন্তু যাদের পরবর্তীকালে ইংরাজীর প্রয়োজন হয় না তারা তা ভুলে যায়। জাপানীরা ইংরাজী শেখায় জোর দেয় ভাষার ওপর, ব্যাকরণের ওপর, সাহিত্যের ওপর নয়। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা কতটুকু ইংরাজী বলতে পারে বা না পারে, তার তোয়াক্কা তারা করে না। বলতে গেলে তারা ইংরাজী কথোপকথন করতেই পারে না। ওই ভাষার সাহায্যে একটা রাস্তার নির্দেশ পাবেন না, এক গ্লাস পানিও জুটবে না। বিশ্বাস করুন, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। অথচ কোন মূর্চ বলবে না যে জাপানীরা জাতি হিসেবে শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে আছে।

জাপানীদের জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার তাগিদ এসেছিল গত শতাব্দীর মাঝামাঝির কিছু পর। এডমিরল পেরী তাদের দেশের প্রবেশ-দ্বার জোর করে খুলে দিলেন। জাপানীরা উপলব্ধি করলো যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ছাড়া বিদেশীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। কিন্তু তারা স্বাধীন দেশ ছিল বলে নিজেদের ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে রপ্ত করলো। একেবারে তলা থেকে শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করলো। প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যকীয় করলো। প্রতি স্তরে শিক্ষার মানের উন্নতি করলো। কিন্তু শিক্ষার ভাষা মূলতঃ ছিল জাপানী। আজও তাই।

শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও মানের যুগপৎ উন্নতির জন্য যে ভাষা প্রয়োজন সে ভাষার ব্যবহার ব্যতীত শিক্ষার উন্নতি হয় না। নিঃসন্দেহে মান উন্নয়নের ব্যাপারে বাংলার অবদান ইংরাজীর সমকক্ষ হবে না। কিন্তু মানের সমাদর বেশী করতে গেলে প্রসারের বেলায় ঘাটতি হবে। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য মান অর্জন করা সম্ভব।

প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ যথা চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়ার মতন দেশ বিদেশী ভাষা কতটুকু ব্যবহার করছে, তা দেখা উচিত। সেই সঙ্গে জানা উচিত তারা উচ্চ-শিক্ষার জন্য মাতৃভাষাকে কেমন করে আধুনিক শিক্ষা দেবার জন্য তৈরী করে নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ওই সব দেশে উচ্চপর্যায়ের কমিশন পাঠানো উচিত। উদাহরণগুলো প্রাচ্যের দেশ থেকে নেয়ার পেছনে যুক্তি সহজেই অনুমেয়। কারণ পাশ্চাত্যের অ-ইংরাজী ভাষী দেশ ভাষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু প্রাচ্যকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তার ভাষাকে তৈরী করতে হয়েছে। ইংরাজীর ব্যবহার পরিমিত রেখে মাতৃভাষার ওপর জোর দিলে কি সুফল পাওয়া যায়, তার জন্য তর্কের প্রয়োজন হয় না। তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সেই সব দৃষ্টান্ত দেখা উচিত।

আমরা ইংরাজের অধীন ছিলাম বলে আমাদের অনেক দেশের চাইতে বেশী ইংরাজী জানার সুযোগ হয়েছে। ইংরাজী জ্ঞানের সুফল আছে। কিন্তু নিছক প্রয়োজনের বাইরে যারা ইংরাজী শিখতে চায়, তা হোক তাদের নিজস্ব সাধনার ব্যাপার। তাদের প্রচেষ্টা তারা বজায় রাখুক। কিন্তু একশ্রেণীর সখের জন্য, সমস্ত দেশের ওপর প্রয়োজনাতিরিক্ত ইংরাজী চাপিয়ে দেয়া সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।

জাতীয় শিক্ষায় বাংলা ভাষার প্রচলন বৃদ্ধির জন্য আমাদের সচেতনভাবে পঠনযোগ্য বই তৈরী করতে হবে। একদিকে যেমন নিজেদের চেষ্টায় গ্রন্থ রচনা করতে হবে, তেমনি অনুবাদ সাহিত্য তৈরীর প্রয়োজন হবে। সেই সঙ্গে চাই তাদের প্রকাশনার উদ্যোগ। বাংলা একাডেমী ছাড়া এই ব্যাপারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আর্থিক সাহায্য দেয়ার প্রয়োজন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মতন বই তৈরী করার জন্য বছরে পাঁচ দশ কোটি টাকা ব্যয় করা আমাদের জন্য তেমন কিছু নয়। কিন্তু সমস্যাটা অর্থের নয়, ইচ্ছার।